পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের চামড়া উদ্ধার, ধৃত ২

উদ্ধার হওয়া চামড়াটির সঙ্গে বন দপ্তর ও এসএসবির আধিকারিকরা। ছবি ঃ সপ্তর্ষি সরকার

বন দপ্তর ও এসএসবির যৌথ অভিযানে সাফল্য

ধূপগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ নেপালে পাচারের আগেই একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের চামড়া উদ্ধার করল বন দপ্তর ও এসএসবির যৌথবাহিনী। পাশাপাশি চামড়া পাচারের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, সোমবার গভীর রাতে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ বিদেশে পাচারের ছক কষার খবর পায় বন দপ্তর। সেইমতো মঙ্গলবার সকাল থেকেই মাদারিহাটের কাছে দলমোড় মোড়ে ওঁত পেতে বসে থাকেন বন দপ্তরের কর্মী এবং এসএসবির ফালাকাটা ১৭ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। শেষ পর্যন্ত এদিন বেলা দেড়টা নাগাদ দুটি মোটরবাইকে চেপে মোট চারজন সেখানে পৌঁছায়। এরপর একটি বাইক থেকে একজন ব্যাগ হাতে নেমে অন্য বাইকে ওঠার সময় তাদের ঘিরে ফেলে অপেক্ষারত যৌথ বাহিনী। একটি বাইকে থাকা দুজন পালিয়ে গেলেও ব্যাগ ও মোটরবাইক সহ বাকি দুজন ধরা পড়ে যায়। তাদের ব্যাগ থেকে একটি সদ্য শিকার করা পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের চামড়া উদ্ধার করা হয়।

এরপর ধৃত দুজন সহ চামড়াটি নিয়ে আসা হয় বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগের অফিসে। সেখানে চামড়াটি মেপে দেখা যায় তা সাড়ে ছয় ফুট। চামড়াটির ডান কোমরের কাছে ক্ষতের দাগ রয়েছে। চামড়াটির অবস্থা এবং ওপরের ক্ষত দেখে বনকর্মীদের অনুমান, সেটি দিনদশেকের বেশি পুরোনো নয়। এমনকি চামড়াটি থেকে চিতাবাঘটির থাবা সহ পা এবং নখও কাটা হয়নি। ঘটনাস্থল থেকে ধৃত দুজনের নাম প্রকাশ টপ্পো (২২) এবং সুশীল টিগ্গা (২৩) বলে জানা গিয়েছে। এরা দুজনই মাদারিহাটের বল্লালগুড়ি এলাকার হলাপাড়ার বাসিন্দা বলে জানিয়েছে। এদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর ধৃতরা জানিয়েছে, তাদের কাজ ছিল টাকার বিনিময়ে ব্যাগটি পলাতক দুজনের হাতে তুলে দেওয়া। গ্রামেরই এক ব্যক্তি ব্যাগটি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল বলে জানিয়েছে তারা। বনকর্তাদের দাবি, এই চক্রটি বন্যপ্রাণীদের চামড়া নেপাল হয়ে তিব্বত বা চিনে পাচার করে। আন্তর্জাতিক চোরাবাজারে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের চামড়ার দাম কোটি টাকার কাছাকাছি।

এদিনের অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগের রেঞ্জার জলধর রায় এবং এসএসবি কমান্ডান্ট রণজিৎকুমার রাই। সঙ্গে ছিলেন অনারারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরিও। এদিনের অভিযান নিয়ে তিনি বলেন, 'পালিয়ে যাওয়া দুজনের পিছু ধাওয়া করা হয়েছিল। সংলগ্ন নদী পেরিয়ে যাওয়ায় তাদের ধরা যায়নি। তবে চিতাবাঘের চামড়াটি চোরাচালানের আগেই উদ্ধার করা গিয়েছে।' তাঁর দাবি, 'পলাতক ব্যক্তি নেপালের বাসিন্দা। তার উদ্দেশ্য ছিল চামড়াটি নেপালে নিয়ে যাওয়া।' অন্যদিকে, রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন চামড়া উদ্ধারের ঘটনাকে বড়ো সাফল্য হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। এদিন তিনি বলেন, 'এটা বনবিভাগ ও এসএসবির বড়ো সাফল্য। ইতিমধ্যেই বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই এই আন্তর্জাতিক চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত সকলকে দ্রুত গ্রেফতার করা হোক।'

তবে ডুয়ার্সে চোরাশিকারি ও চোরাচালানকারীরা যে সক্রিয় রয়েছে, এই ঘটনা থেকে তা ফের প্রমাণ হল বলেই মত পরিবেশপ্রেমীদের। পশুপ্রেমী সংগঠন ডুয়ার্স নেচার এন্ড স্নেক লাভার্স অর্গানাইজেশনের সদস্য শুভাশিস ঘোষ বলেন, 'প্রতিবছর শীত ও বর্ষার মুখেই বন্য পশু হত্যার ঘটনা বেশি ঘটে। তাই বন দপ্তরের উচিত এই সময়ে নজরদারি জোরদার করা।' এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠিন শাস্তির দাবি করেছেন তিনি। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগের রেঞ্জার জলধর রায় জানিয়েছেন, এদিন ধৃতদের আদালতে পাঠানো হয়। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট না থাকায় তাদের আদালতে পেশ করা সম্ভব হয়নি। তাদের বানারহাট থানায় রাখা হয়েছে।

জন্মদিনে পুরস্কার

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ নেপালি কবি আচার্য ভানুভক্তের ১০৪তম জন্মদিনে উঠতি লেখককে ইন্দ্রবাহাদুর রাই স্মৃতি পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করল ভানুজয়ন্তী সমারোহ সমিতি। আগামী ১৩ জুলাই কবির জন্মদিনে পুরস্কারপ্রাপকের হাতে নগদ ২৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হবে বলে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান সমিতির সভাপতি বিন্নি শর্মা। তবে কাকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তা তিনি এদিন জানাননি। জানান, ওইদিনই নাম ঘোষণা করা হবে। ওইদিন মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাস ১০ জন দুস্থ পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি এক হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভানুভক্তের জন্মদিন পালন করা হবে বাগডোগরার গান্ধিনগর জুনিয়ার হাইস্কুলে। ওইদিন সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে দাঁড়াগাঁও থেকে। বিন্নি শর্মার বক্তব্য, বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভানুভক্তের ভাবনা তুলে ধরাই তাঁদের লক্ষ্য।

সচেতনতা শিবির

খড়িবাড়ি, ১০ জুলাই ঃ মঙ্গলবার বাতাসি শ্যামধনজোত হাইস্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা শিবির করল খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর। শিশু সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ, শিশু পাচার, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, কাজের প্রলোভনে মেয়েদের অসৎ পথে পরিচালনা সহ সামাজিক বিভিন্ন সচেতনতার বিষয় সম্পর্কে শিবিরে আলোচনা করেন ডাঃ দীপঙ্কর পোদ্দার, ডাঃ ফিরোজা খাতুন, ডাঃ দোয়েল দাশগুপ্ত, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিরঞ্জন দাস সহ অন্য শিক্ষকরা। প্রধান শিক্ষক জানান, পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে স্কুলের নজরদারি বাড়াতে ১০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু করা হয়েছে এদিন থেকে।

বাস দুর্ঘটনা

ইসলামপুর, ১০ জুলাই ঃ মঙ্গলবার দুপুরে ইসলামপুর থানার ধনতলা এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে শিলিগুড়িগামী একটি ভলভো বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই ঘটনায় ১৪ জন যাত্রী জখম হয়েছেন। তাঁদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসটি নবদ্বীপ থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। ধনতলা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার ফলে ওই রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারাই জখমদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। পরে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

ওয়াইসির র‌্যালি

কিশনগঞ্জ, ১০ জুলাই ঃ মঙ্গলবার ঠাকুরগঞ্জের জনচেতনা র‌্যালিতে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন নেতা আসাউদ্দিন ওয়াইসি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সহ বিজেপি, কংগ্রেস ও নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিহারের বেশকিছু কেন্দ্রে এআইএমআইএম প্রার্থী দেবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সেনা ও পুলিশ

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, এদেশ থেকে বাংলাদেশের কোনো জঙ্গি সংগঠনকে কোনোরকম তথ্য পাচার করা হচ্ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখছেন পুলিশকর্তারা। গত শনিবারই নকশালবাড়ি এলাকা থেকে চার জিসিএলও জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছিল সিআইডি। এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের এসপি অখিলেশ চতুর্বেদী বলেন, 'একজনকে আটক করা হয়েছে। তাকে জেরা করা হচ্ছে। সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ারের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া কি ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

বিশ্বকাপ ২০১৮ কি ফুটবলে নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পাবে ?

হ্যাঁ	না
৫৭%	৪৩%

দিনের কথা

সোনার ডিম খাব বলে সোনার হাঁসকে কেটে ফেললে আর ডিম পাওয়া যাবে না।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
(চ্যাংরাবান্ধায় বিধায়কদের দাবির কথা শুনে)

আবহাওয়া

১০ জুলাইয়ের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩২.৬	২৭.২
শিলিগুড়ি	৩১.৭	২৫.৩
জলপাইগুড়ি	৩২.০	২৬.২
কোচবিহার	৩৪.১	২৭.১
আলিপুরদুয়ার	৩৪.০	২৭.২
মালদা	৩৪.৮	২৭.৩
রায়গঞ্জ	৩৪.৫	২৭.০
গ্যাংটক	২৩.২	১৮.৮

বুধবারের পূর্বাভাস ঃ
মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে।

জলদাপাড়ায় গন্ডারের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

মাদারিহাট, ১০ জুলাই ঃ একটি পুরুষ গন্ডারের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ মঙ্গলবার সকালে জলদাপাড়ার বনাঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এদিন টহলদারির সময় জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ময়রাডাঙ্গা বিটের তোর্ষার পাড়ে মৃতদেহ দেখতে পান বনকর্মীরা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক বিমল দেবনাথ জানান, দুটি গন্ডারের মধ্যে লড়াইয়ের ফলেই সম্ভবত একটি মারা গিয়েছে। তাঁর আরও অনুমান, সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ের জেরেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে।

বনকর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে জঙ্গলে টহল দিতে গিয়ে জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ময়রাডাঙ্গা বিটের তোর্ষার পাড়ে গন্ডারটির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃত গন্ডারটির শরীরে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন ছিল। তার খড়গটি অক্ষত থাকায় বনকর্মী এবং দপ্তরের কর্তারা নিশ্চিত যে চোরাশিকারিদের হামলার শিকার হয়নি গন্ডারটি। আঘাতের ধরন দেখে তাঁরা নিশ্চিত, অন্য একটি গন্ডারের সঙ্গে জোরদার লড়াইয়ের ফলেই এই গন্ডারটির মৃত্যু হয়েছে। বনকর্মীদের মতে, সাধারণত দুটি কারণে দুটি গন্ডারের মধ্যে এমন মারণ লড়াই হতে পারে। তার মধ্যে একটি এলাকা দখল এবং অপর কারণটি হল সঙ্গিনী দখল। এই ক্ষেত্রে এলাকা নয়, সঙ্গিনী দখলকে কেন্দ্র করেই সোমবার দিনভর লড়াই হয়েছে। কারণ, জঙ্গলের অনেকটা জায়গাজুড়েই দুটি গন্ডারের লড়াইয়ের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে।

বনকর্মীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, জলদাপাড়ার গন্ডারদের মধ্যে ময়রাডাঙ্গা বিটের গন্ডারগুলি সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর। এই গন্ডারগুলি সবসময় আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকে। আর এই কারণেই ওই এলাকায় যেসব কর্মী টহলদারি বা ডিউটি করেন তাঁদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়। যেকোনো সময় এই বিটের গন্ডারগুলি হামলা চালাতে পারে। জলদাপাড়ায় গন্ডারের সংখ্যা সামগ্রিকভাবে বাড়লেও স্ত্রী ও পুরুষ গন্ডারের অনুপাত মোটেই ভালো নয়। সাধারণভাবে গন্ডারদের মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষের অনুপাতিক হার থাকা প্রয়োজন ৩ঃ১ অর্থাৎ তিনটি স্ত্রী গন্ডারপিছু একটি পুরুষ গন্ডার। কিন্তু জলদাপাড়ায় বাস্তবে তা হচ্ছেই না। এখানে স্ত্রী এবং পুরুষ গন্ডারের আনুপাতিক হার ১ঃ১ অর্থাৎ একটি স্ত্রী গন্ডারপিছু একটি পুরুষ গন্ডার। যার ফলে প্রায়শই দুটি পুরুষ গন্ডারের মধ্যে সঙ্গিনী দখলের জন্য মারপিট হচ্ছে। তার ফলে বনাঞ্চলে গন্ডারের মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে।

প্রসঙ্গত, যত দিন যাচ্ছে উত্তরের বনাঞ্চলে বিশেষ করে জলদাপাড়া, গরুমারায় গন্ডারের মোট সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ২০১৫ সালে জলদাপাড়ায় গন্ডারের সংখ্যা গণনার সময় দেখা গিয়েছিল সেইসময় গন্ডার রয়েছে ২১৬টি। সেই সংখ্যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫৫-য়। ফলে, একদিকে লড়াইয়ে গন্ডারের মৃত্যু যেমন উদ্বেগের কারণ পাশাপাশি, গন্ডারের সংখ্যাবৃদ্ধি জলদাপাড়ার বনকর্তাদের খুশির বিষয়।

রেলসেতুতে নজরদারির জন্য বিশেষ ওয়াচম্যান

কোচবিহার, ১০ জুলাই ঃ জলঢাকা, তিস্তা, তোর্ষা, রায়ডাক ও সংকোশ রেলসেতুতে আলাদাভাবে নজরদারির জন্য বিশেষ ওয়াচম্যান রাখা হচ্ছে। দিনের ২৪ ঘণ্টা ধরেই তাঁরা নজরদারি চালাবেন। দুজন করে রেলকর্মী দুটি স্টেশনের মাঝে রাতেরবেলায় রেললাইন পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ চালাবেন। পাশাপাশি, ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে একটি বিশেষ মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও ১০ ওয়াগন বোল্ডার মজুত রাখা হচ্ছে। বর্ষার মরশুমে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি দুর্ঘটনা রুখতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন এই সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম চন্দ্রভীর রমণ বলেন, 'রেল বোর্ডের নির্দেশে এই সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষার মরশুমে ট্রেন চালানো নিয়ে প্রতিবারই সমস্যা দেখা দেয়। গত বছর বর্ষার জলের তোড়ে কাটিহার ডিভিশনের তেলতাতে রেলসেতু ভেঙে পড়ে। এছাড়াও, কিশনগঞ্জ সহ একাধিক স্থানে রেললাইন, রেলসেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় এক মাস ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। সমস্যার জেরে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে গোটা দেশের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এবারে আগেভাগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। এই রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য নিউ কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জংশন রেলস্টেশনে পাঁচ ওয়াগন করে সব মিলিয়ে ১০ ওয়াগন বোল্ডার মজুত রাখা হয়েছে। কোনো জায়গায় রেললাইন বা রেলসেতুতে কোনো সমস্যা হলে এই বোল্ডার ব্যবহার করে সেই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা হবে। জলঢাকা, তিস্তা, তোর্ষা, রায়ডাক ও সংকোশ নদীতে যে বড়ো রেলসেতুগুলি রয়েছে সেখানে দিনের ২৪ ঘণ্টা ধরেই বিশেষ ওয়াচম্যান মোতায়েন করা হচ্ছে। তাঁরা নদীগুলিতে জলস্তরের গতিবিধি, সেতুর অবস্থার দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখবেন এবং রেলের কনট্রোলের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলবেন। এছাড়াও, দুজন করে রেলকর্মী রাতেরবেলায় হেঁটে দুটি রেলস্টেশনের মাঝের রেললাইন, ছোটো কালভার্টের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা পুরো বিষয়টিতে নজরদারি চালাবেন।

গলা ফাটাবেন রুশ সমর্থকরা

প্রথম পাতার পর

আমার সৌভাগ্য, ভাবনাটা মিলে গিয়েছে। শুক্রবার আমার ফেরার বিমান থাকলেও স্বাভাবিকভাবে ফাইনালে উঠলে রাশিয়ায় থেকে যাব, এই সুযোগ হাতছাড়া করার কোনো জায়গাই নেই।' ২০১৬ সালে মার্সেইতে ইংল্যান্ড ও রুশ সমর্থকদের ঝামেলার মাঝে পড়তে হয়েছিল শার্লেটকে। তাই রাশিয়া প্রসঙ্গে তাঁর মনে প্রথমে কিছুটা ভয় থাকলেও বাকিদের কথা শুনে সাহস করে এসে পড়েন তিনি। আপাতত রাশিয়া ঘুরে শার্লেটের সংযোজন, 'না এলে কীরকম আপশোশটাই না থেকে যেত সারা জীবনের জন্য।'

টমাস বা শার্লেট সরাসরি মস্কোর বিমানের টিকিট পেলেও বেশিরভাগ ব্রিটিশ সমর্থককেই মস্কো পৌঁছোতে হয়েছে ঘুরপথে। বছর ২২-এর দুই বন্ধু কনর ওয়েকফিল্ড ও ক্রিস ফিলিপ্স যেমন। লন্ডন থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে লিথুয়ানিয়ায় ছয় ঘণ্টা অপেক্ষার পরে মস্কোয় এসেছেন। ম্যাচ ও বিমানের টিকিট মিলিয়ে দুজনকে ১০০০ পাউন্ডের বেশি খরচ করতে হয়েছে। উৎসাহী দুই বন্ধুর অবশ্য তাতেও কোনো ক্লান্তি নেই। ক্রিস বলছিল, 'চোখের নিমেষে সমস্ত বিমানের টিকিট শেষ হয়ে যাচ্ছিল। দীর্ঘদিন অনলাইন থেকে বহু কসরতের পরে টিকিট জোগাড় করতে পেরেছি।' শেফিল্ডের জোশেফ কক্সেরও একই অবস্থা। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে প্রথমে তুরস্কের ডালামান, তারপর ইস্তানবুল হয়ে মোট ত্রিশ ঘণ্টার বিমানযাত্রার পরে মস্কোয় এসে পৌঁছেছেন। এত ঘুরে আসার ফলে অবশ্য তাঁর ১৭২ ডলার বিমানভাড়াতেই কাজ মিটেছে।

সেমিফাইনাল ম্যাচের জন্য শেষমুহূর্তে ফিফা কিছু টিকিট ছাড়ায় ব্রিটিশ সমর্থকদের সুবিধা হয়েছে বটে। সেই টিকিট যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের ৩৫০ ডলারে কাজ মিটলেও বাকিদের অন্য জায়গা থেকে টিকিট জোগাড় করতে বেশ মোটা টাকা খরচ করতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও ১১ হাজার ডলারেও বিক্রি হয়েছে টিকিট। বিশ্বকাপের ম্যাচে টিকিট থাকলে সহজে ফ্যান আইডি পেয়ে যাচ্ছেন বিদেশি সমর্থকরা। সেক্ষেত্রে তাঁদের পোহাতে হচ্ছে না ভিসার ঝামেলা, তাই সহজেই অনেক বেশি সমর্থক শেষ মুহূর্তে রাশিয়ায় চলে আসতে পারছেন।

তবে রাশিয়ার সমর্থকদের একটা বড়ো অংশ যে গলা ফাটাবেন ক্রোয়েশিয়ার হয়ে, তার ছবিও এদিন দেখতে পাওয়া গেল। মস্কোর চিড়িয়াখানার আধিকারিক সার্গেইয়ের যেমন চিড়িয়াখানার খুঁটিনাটি আর ফুটবলের প্রতি টান চিরন্তন। বিশ্বকাপ থেকে রাশিয়া ছিটকে যাওয়ায় একটা খারাপ লাগা তো আছেই। তবে বুধবার ক্রোয়েশিয়াকে সমর্থন জোগাতে লুঝনিকি স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তার জন্য ইতিমধ্যেই তিনদিনের ছুটি নিয়েছেন নিজের প্রতিদিনের কাজ থেকে। গ্যালারিতে উপস্থিত থাকাই নয়, উপস্থিত ক্রোয়েশিয়ার সমর্থকদের সঙ্গেও আলাপ করার ইচ্ছা রয়েছে সার্গেইয়ের। বিশ্বকাপ প্রায় শেষ পর্যায়ে। রাশিয়ার অন্যান্য ফুটবল সমর্থকের মতোই মন খারাপ হয়ে রয়েছে সার্গেইয়েরও। একই সুর শোনা গেল ২৩ বছরের তরুণী ভিতালির গলায়ও। এমনিতে স্থানীয় ক্লাব সিএসকেএ মস্কোর অন্ধ ভক্ত, বিশ্বকাপে রাশিয়া ম্যাচে গ্যালারিতে নিজের দেশকে সমর্থন করতে উপস্থিত ছিলেন। ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে বিদায় নিলেও মডরিচদের হয়েই গলা ফাটাবেন ভিতালি। তাঁর যুক্তি, 'ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, ইউক্রেন, রাশিয়া সবার মধ্যেই একটা যোগ রয়েছে। আমি চাই, বিশ্বকাপ এবার নতুন চ্যাম্পিয়নকে পাক। তাহলে রাশিয়ার সমর্থকরাও বলতে পারবেন আমরা চ্যাম্পিয়নের কাছে হেরেছি।' অন্ধ ব্রাজিল ভক্ত প্রবাসী বাঙালি দেবাশিস সেনগুপ্তও ক্রোয়েশিয়াকে সমর্থন করতেই উপস্থিত থাকবেন লুঝনিকিতে। ব্রাজিল না থাকলেও নিখাদ ফুটবল সমর্থক হিসেবেই মাঠে থাকতে চান তিনি।

মাঠে উপস্থিত থাকবেন আরও একজনও। পল গ্যাসকোয়েন। ১৯৯০-এর সেমিফাইনাল হারের অন্যতম ট্র্যাজিক নায়ক। পশ্চিম জার্মানির কাছে টাইব্রেকারে হেরে কান্নায় ভেঙে পড়া গ্যাসকোয়েনের ছবি ভাইরাল হয়েছিল সেইসময়। এবার নতুন স্বপ্নকে আকড়ে ধরেই ইংল্যান্ডের জয় দেখতে লুঝনিকিতে উপস্থিত থাকতে চলেছেন এই থ্রি লায়ন্স তারকা।

সবজি চাষে ক্ষতি ১৭ কোটি

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টিতে সবজি চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায়। কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসেব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয় সোমবার উত্তরকন্যার বৈঠকে। শুধু সবজি চাষেই প্রাথমিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। জুলাই মাসের ১ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত জেলায় বৃষ্টি হয়েছে ১২০০ থেকে ১৫০০ মিলিমিটার। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকেই বৃষ্টি হয়েছে ৫৫৪ মিলিমিটার। জানা গিয়েছে, জেলায় চাষযোগ্য জমি রয়েছে মোট ৬৩ হাজার ১৩২ হেক্টর। এর মধ্যে ধান, পাট ও সবজি মিলিয়ে চাষ হয়েছে ১৫ হাজার ৬৩০ হেক্টর জমিতে। বৃষ্টি ও নদীর জলে প্লাবিত হয় ৯ হাজার ৬০৪ হেক্টর জমি। প্রায় ৩ হাজার ১১৬ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতির মুখে পড়েছে। ১ হাজার ৪৬৫ হেক্টর জমি প্লাবিত হয়ে সবজির ক্ষতি হয়েছে। এই সবজির আর্থিক ক্ষতির মূল্য প্রায় ১৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। মোট ১৪ হাজার ৬৫২ মেট্রিক টন সবজি নষ্ট হয়েছে। জেলা শস্য রক্ষা আধিকারিক প্রিয়নাথ দাস জানান, ক্ষয়ক্ষতির হিসেব পূর্ণাঙ্গ নয়। ধানের বীজতলা এবং পাট জমিতে তোলার আগে ক্ষতি হয়েছে কি না তার হিসেব এখনও করে ওঠা যায়নি।

জুলাইয়ের প্রথম পাঁচ দিনের বর্ষণে জেলার ৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কৃষিতে ক্ষতি হয়েছে। মোট ৪৬টি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ধূপগুড়ির ১২টি, মাল ব্লকের ৬টি, রাজগঞ্জের ১২টি, ময়নাগুড়ির ১০টি, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ৪টি এবং মেটেলির ২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৭টি গ্রাম বা মৌজা রয়েছে। গত মে মাসেও জলপাইগুড়ি সদর, মাল ও ময়নাগুড়ি ব্লকে শিলাবৃষ্টিতেও কৃষিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। জুলাইয়ের বর্ষণে মূলত করলা, ঝিঙা, শশা, চিচিঙ্গার ক্ষতি হয়েছে।

বাড়াচ্ছে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

পাহাড়ে জিটিএ থাকলেও আবার এই উন্নয়ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তে প্রথম থেকেই অখুশি ছিলেন জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং। বিনয় তামাংয়ের নেতৃত্বাধীন জিটিএ-র প্রশাসনিক বোর্ডের বিরুদ্ধে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই সরব হয়েছে জিএনএলএফ। অবিলম্বে বিনয়দের সরিয়ে কোনো প্রশাসনিক কর্তাকে দিয়ে জিটিএ চালানোর দাবি করে আসছিলেন মন ঘিসিং। সেইসময় থেকেই দুই দলের দূরত্ব বাড়ছিল। রাজ্য সরকার গত মাসে হিল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মন ঘিসিংকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ায় আরও চটে যান বিনয়রা। কেননা, পাহাড়ে তাঁর সমতুল্য আর কেউ থাকুক তা একদা জিএনএলএফ সুপ্রিমো সুবাস ঘিসিং যেমন চাননি, তেমনই বিমল গুরুং এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে বিনয় তামাংও মানতে পারছেন না। মন ঘিসিংকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার খবর কানে পৌঁছাতেই রাতারাতি কলকাতায় যান বিনয় তামাং। তিনি নিজের পদমর্যাদা একজন পূর্ণমন্ত্রীর সমতুল করে নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর ডেপুটি অনীত থাপার পদমর্যাদাও প্রতিমন্ত্রীর সমতুল করে দার্জিলিং ফেরেন। সেইসময় থেকেই বিনয় তামাংয়ের নেতৃত্বাধীন মোর্চার সঙ্গে মন ঘিসিংয়ের জিএনএলএফের দূরত্ব বাড়তে শুরু করে। অন্যদিকে, উন্নয়ন কমিটি গঠনের ছয়-সাত মাস পরেও কোনো আর্থিক বরাদ্দ বা অফিস ঘর না পেয়ে বোর্ড ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়েই ফেলেছিলেন মন ঘিসিংরা। এরই মধ্যে তাঁরা খবর পান, রাজ্য সরকার জিটিএ-র মাধ্যমে হিল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কমিটিকে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই ঘটনায় জিএনএলএফ এতটাই ক্ষুব্ধ হয় যে এই কমিটি থেকেই পদত্যাগ করেন চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান। এর পরে হঠাৎই বিনয় তামাং জিএনএলএফের বিরুদ্ধে সরব হন। সোমবার কালিম্পংয়ে বিনয় বলেছেন, 'আমি জিটিএ থেকে পয়সা খেয়েছি ? আমি চোর ? যাদের বন্ধু ভাবতাম তারাই বলছে আমি নাকি চুরি করেছি। আর এসব সহ্য করব না।'

রান্নার জন্য স্কুলে গ্যাস সংযোগ

নাগরাকাটা, ১০ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ি জেলার প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিকে মিড-ডে মিল রান্নার জন্য গ্যাসের সংযোগ দিচ্ছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। ইতিমধ্যেই ১৯৮টি প্রাথমিক ও ১০১টি উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে ওই সংযোগ নেওয়ার টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলায় প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের মোট সংখ্যা যথাক্রমে ১১৯৮ ও ৪১৪। ধাপে ধাপে সমস্ত স্কুলকেই রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। স্কুলপিছু এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০০০ টাকা।

জানা গিয়েছে, ২০০5 সালে জলপাইগুড়িতে মিড-ডে মিল প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে স্কুলগুলিতে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করে পড়ুয়াদের পাতে দুপুরবেলার খাবার তুলে দেওয়া হচ্ছিল। বেশিরভাগ স্থানেই ওই জ্বালানি কাঠ অবৈধভাবে কিনে কাজ চালানো হয়। এরফলে কোপ পড়ছিল জঙ্গলে। ডুয়ার্সের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'জ্বালানি কাঠ কেনার জন্য শুধু আমাদের এখানে কেন বহু জায়গাতেই সরকারি কোনো আড়ত নেই। তাই জঙ্গল থেকে যাঁরা কাঠ কেটে আনেন তাঁদের কাছ থেকে কিনে মিড-ডে মিলের রান্নাবান্না হত। বিষয়টি বেআইনি হলেও এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।' স্কুলে রান্নার গ্যাস সংযোগের সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, টাকা পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ সেরে ফেলতে হবে। উনুন বা ওভেন কেনার জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ করা হয়েছে ২৫০০ টাকা। এর জন্য অবশ্য আলাদা করে কোনো টাকা দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে, স্কুলগুলি সর্বশিক্ষা মিশন থেকে ফি বছর যে গ্রান্ট পায় তা থেকে খরচ করে উনুন কিনে নিতে হবে। জেলার মিড-ডে মিল সেল-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমন বাগদাস বলেন, ব্লক বা শিক্ষা সার্কেলগুলির অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট পাওয়ার পর ধাপে ধাপে গ্যাস সংযোগের অনুমতি এবং এর জন্য স্কুলগুলিকে টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে।

গ্যাস সংযোগ দেওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানালেও জেলার শিক্ষক সংগঠনগুলি কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছে। এবিপিটিএ-র জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, 'উনুন কেনার টাকাও আলাদা করে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল। কারণ স্কুল গ্রান্ট থেকে বছরে সাকুল্যে যে ১০ হাজার টাকা মেলে তা দিয়ে উনুন কিনে নিলে সারা বছর স্কুলের অন্যান্য খরচে টান পড়ে যাবে। এমনিতেই ওই টাকায় এখন আর হয় না। তা থেকেই দিতে হয় বিদ্যুতের বিলও। তাছাড়া স্কুলগুলির রান্নাঘরের পরিকাঠামোও তৈরি করে দেওয়া প্রয়োজন।'

উন্নয়নের কথায় কেন্দ্রকে

প্রথম পাতার পর

সোনার হাঁসকে একদিনেই কেটে ফেললে আর ডিম পাওয়া যাবে না। তিনবেলার খাবার একবেলায় খাওয়া সম্ভব নয়। এটা আপনাদের ভাবতে হবে।' কোচবিহারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় আইন কলেজের দাবি জানালে মুখ্যমন্ত্রী তার কোনো জবাব দেননি। তবে বিধায়ক হিতেন বর্মন যখন মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, পঞ্চানন বর্মা সংগ্রহশালা তৈরি হলেও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো কর্মী নেই, তখন মুখ্যমন্ত্রী জানান, হিতেন বর্মনকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গড়ে দেওয়া হবে।

প্রতিবেশী রাজ্য অসমে নাগরিকদের নাম নথিভুক্ত করার বিষয় নিয়ে যে অশান্তি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সে কথা জানেন। সেই অশান্তির প্রভাব যে এই রাজ্যে পড়তে পারে সে ব্যাপারেও তাঁর আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণে জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'প্রতিবেশী রাজ্য অসমে সমস্যা হচ্ছে। ওই রাজ্য থেকে লোকজনকে খেদানো হবে। তাঁরা আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়বেন। সেদিকে প্রশাসনকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যাতে অসম থেকে যাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁরা এই রাজ্যে এলে সমস্যা না হয়।'

মুখ্যমন্ত্রী যখন উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন তখন তিনি এটা জেনেই আসেন যে এখানকার সামাজিক জীবনে রাজবংশীদের প্রভাব কতটা। ফলে ওই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাঁকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। এদিনও প্রশাসনিক বৈঠকে রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমির সমস্যা নিয়ে বংশীবদন বর্মন বিভিন্ন প্রকল্পে ১০ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। কামতাপুরি ভাষা অ্যাকাডেমির অতুল রায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন চালু করার কথা বলেন। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁরা যেন কামতাপুরি ভাষায় লেখা বই ও সিলেবাস তৈরি করে শিক্ষা দপ্তরে পাঠান। সিলেবাস অনুমোদনের পর পঠনপাঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে বলে তিনি জানান। অতুল রায় রাজবংশী সংস্কৃতিচর্চার জন্য অর্থ বরাদ্দ করার আর্জি জানালে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জেলাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার পরামর্শ দেন। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নারায়ণ বর্মনের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বলেন, 'কোচবিহারে বিমানবন্দরের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করেছে রাজ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমান পরিবহণমন্ত্রক কোচবিহারে ছোটো বিমান চালানোর ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে বলেছে ছোটো বিমানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সমস্যা হতে পারে। ওরা নতুন করে টেন্ডার করবে।' প্রশাসনিক বৈঠক চলার সময় মুখ্যমন্ত্রীকে বেশ কয়েকবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়।

খুনে ধৃত ৩

কিশনগঞ্জ, ১০ জুলাই ঃ কিশনগঞ্জ জেলার বনবরিয়া গ্রামের বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী মহম্মদ আখতার হুসেনকে খুনের ঘটনায় পুলিশ তাঁর বন্ধু আকবর আলম সহ আরও দুজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অন্য দুই ধৃতের নাম মহম্মদ ফৈয়াজ ও মহম্মদ সাদ্দাম। ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লুঠ করা দুই লক্ষ টাকার পাশাপাশি ধৃতদের হেপাজত থেকে মৃতের মোবাইল ফোন সহ পাঁচটি মোবাইল ফোন, নম্বরহীন একটি মোটর সাইকেল, মৃতদেহ পরিবহণে ব্যবহৃত একটি ট্র্যাক্টর উদ্ধার করা হয়েছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ অখিলেশ কুমারের নেতৃত্বে কিশনগঞ্জ পুলিশের একটি টাস্কফোর্স মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। এরপর তাদের আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের জন্য কিশনগঞ্জ সংশোধনাগারের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

সাম্রাজ্যের উদয়

প্রথম পাতার পর

গতকালের প্রিভিউতে লিখেছিলাম, ডিফেন্স যার ম্যাচ তার। আজ ঠিক সেটাই হল। পুরো সময় সতর্ক থাকলেও ভিনসেন্ট কোম্পানিরা উমতিতির গোলের সময়ই একটু অসতর্ক ছিলেন। যার ফলও ভুগতে হল বেলজিয়ামকে। আর ফুটবল দেখল নয়া ফরাসি বিপ্লব। বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে টিনটিন ও অ্যাসটেরিক্সের নাম।

এজেন্ট চাই

নতুন এজেন্ট চাই যেসব স্থানে

• হাজরাহাট • হাসপাতালহাট • পখিহাগাহাট • মারুগঞ্জ • গয়েরকাটা
• টুঙ্গিদিঘি • সাহাপুর • বিপ্রিত • ভিকাহার • ফুলবাড়ি (দঃ দিনাজুপর)
• কালিয়াচক • সুজাপুর • ঠাকুরগঞ্জ • চোপড়া • ইটাহার
• মানিকচক • পশারিরহাট • সাহেবেরহাট

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কাজটা কী ঃ প্রতিদিন ভোরবেলা আপনার এলাকায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ কাগজটি হকারদের মাধ্যমে পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব। প্রচার সংখ্যা যাতে বাড়ে সেটাও দেখা। আপনি অন্য ব্যাবসা বা চাকরি করেও ভোরবেলা ঘণ্টাদুয়েক সময় দিতে পারলে এই কাজটা করতে পারেন।

কী প্রয়োজন ঃ এলাকার কেন্দ্রস্থলে ভোরবেলা কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি কাউন্টার, হকারদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষমতা, কিছুটা অর্থবল এবং সবচেয়ে বড়ো কথা–উত্তরবঙ্গ সংবাদের মতো একটি ব্র্যান্ডের সঙ্গে বাড়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

কী করতে হবে ঃ আগ্রহী ব্যক্তিরা নিজেদের নাম, ঠিকানা, যোগাযোগের ফোন নম্বর, বয়স, বর্তমান অভিজ্ঞতা/ পেশা, কেন নিজেকে উপযুক্ত মনে করছেন তা জানিয়ে আবেদন করুন নিম্নলিখিত ঠিকানায়।

খামের উপর লিখবেন **'এজেন্সির জন্য আবেদনপত্র'**।

আবেদনপত্র পাঠান এই ঠিকানায়

সার্কুলেশন ম্যানেজার, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭, ফ্যাক্স ঃ ০৩৫৩-২৪৩৪৪৪৫

অথবা মেল করুন ঃ uttarbanga.agency@gmail.com